টি। এদের নির্বাহী সহায়ক বা এগজিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্টরা হলেন পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার বা পিআইও (পশ্চিমবঙ্গ সরকারে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের ০৮.০৪.২০০৮ তারিখের নোটিফিকেশন নম্বর 3147-RD/MIS/(COM)/5M-02/07। ওই একই নোটিফিকেশনে প্রথম আপিল আধিকারিক হবেন পঞ্চায়েত প্রধান, আর পিআইও হবেন গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব)। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এখনও অবধি যে ছয় জন পিআইও-র জরিমানা হয়েছে, তাদের মধ্যে দুই জন গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মী। এরা সরকারের নিচের দিকের মাইনে পাওয়া কর্মচারী। অথচ এদের আইনটি সম্পর্কে কোনও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সদিচ্ছা থাকলেও, আইনটি সম্পর্কে না জানার ফলে বিপদের সম্মুখীন হচ্ছেন। সম্প্রতি পঞ্চায়েত দফতরের প্রধান সচিব, জেলা সভাধিপতি ও জেলাশাসকদের একটি নোটিফিকেশন (নম্বর 6520 (36)/RD/MIS (COM)/5M-02/07 Pt.1 তারিখ ০২.০৯.০৮)-এ বেশ আক্ষেপের সুরে জানিয়েছেন, বারবার বলা সত্ত্বেও বিশেষ করে গ্রাম পঞ্চায়েতের স্তরে এই আইন সম্পর্কে সচেতনতা কর্মসূচি নেওয়া হয়নি। পুরুলিয়ার আড়শা ব্লকের হেঁশলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবের জরিমানার কথা উল্লেখ করে তিনি ওই নোটিফিকেশনে জানিয়েছেন, পঞ্চায়েত স্তরে এই আইন সম্পর্কে চেতনার অভাব রয়েছে। সেই কারণে তিনি দ্রুত এইসব কর্মীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে বলেছেন। তবুও ওইসব কর্মীর এখনও অবধি কোনও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ খুব কমই লক্ষ্য করা গিয়েছে। বিভিন্ন কাজে পঞ্চায়েতের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে স্টেট ইনস্টিটিউট অফ পঞ্চায়েত অ্যান্ড রুরাল ডেভলপমেন্ট বা এসআইপিআরডি। বর্তমানে এই দফতরের এসআরডি সেলও প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। নোডাল এজেন্সির সঙ্গে সরকারের এই ধরনের সংস্থা বা এজেন্সিগুলির কোনও যোগাযোগ নেই বললেই ঠিক বলা হয়। (৪) নাগরিক সমাজ সংস্থা (সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন বা সিএসও) তথ্যের অধিকার আইন প্রসারের কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারতো। বেশ কিছু সংস্থা এই বিষয়ে সরকারি কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে বলে জানানো সত্ত্বেও কিন্তু নোডাল এজেন্সি বা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের কোনও হেলদোল নেই। (৫) নোডাল এজেন্সির দেওয়া হিসেব অনুযায়ী, তথ্যের অধিকার আইন প্রসারের কাজে মার্চ ২০০৯ অবধি এরাজ্যে মোট ৪৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এই তথ্যও জানতে হয়েছে তথ্যের অধিকার আইন অনুযায়ী আবেদন করে। আইনটির ধারা ৪-১-বি অনুযায়ী এই তথ্য প্রকাশ করা তাদের স্বতঃস্ফূর্ত ঘোষণার অংশ। তাই সন্দেহ জাগে নোডাল এজেন্সির এই বিষয়ে সম্যক ধারণা আছে কিনা। (৬) আইনটি বলবৎ হওয়ার ১৮ মাসের মধ্যে সব সরকারের পক্ষ থেকে নাগরিকদের ব্যবহারের জন্য একটা গাইড বই প্রকাশের কথা। এক্ষেত্রে নোডাল এজেন্সি আইনটির বাংলা অনুবাদ করে পাঁচ হাজার কপি ছেপেছে। কিন্তু সাধুভাষায় লেখা এই আইনটি পড়ে অর্থ বোঝার থেকে ইংরেজি ভাষায় লেখা আইনটি পড়ে বোঝা সহজ বলে বেশ কিছু ব্যবহারকারী জানিয়েছেন। (৭) তথ্যের অধিকার এই রাজ্যে যথাযথভাবে প্রয়োগের জন্য ধারাবাহিক প্রচার কর্মসূচি দরকার। এক্ষেত্রে কোনও ভূমিকাই নোডাল এজেন্সির নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার ৩২ বছরের কাজের যে সাফল্য, তা তুলে ধরতে বিজ্ঞাপনের জন্য যত টাকা খরচ করছে, তার এক ভাগ যদি তথ্যের অধিকার বিষয়ক বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হত, তাহলে এই সরকারের স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা সম্পর্কে ভাল ধারণা তৈরি হত।

পিআইও নিয়োগ: (১) বর্তমানে প্রত্যেক দফতর রাজ্যস্তরে তাদের পিআইও এবং প্রথম আপিল আধিকারিকের নাম ঘোষণা করেছে। তবে একমাত্র পঞ্চায়েত দফতর তাদের পিআইওদের নাম সময়মতো অর্থাৎ আইনটি বলবৎ হওয়ার একশো দিনের মধ্যে ঘোষণা করেছে। তারা ঘোষণা করেছে গ্রাম পঞ্চায়েতের স্তরে পিআইওদের নামও। কিন্তু অন্যান্য দফতর এমনকী হাইকোর্টও তাদের পিআইওদের নাম সময়মতো ঘোষণা করেনি। ব্লকস্তর অবধি যেসব দফতরের অফিস রয়েছে, তাদের মধ্যে বেশিরভাগ অফিসে কোনও পিআইও নেই। ফলে স্থানীয় তথ্য পাওয়ার জন্য নাগরিকদের হয়রান হতে হচ্ছে। (২) অনেকক্ষেত্রে জুনিয়র অফিসারদের পিআইও করা হয়েছে। তাদের পক্ষে একই দফতরের উচ্চপদস্থের থেকে তথ্য পেতে সমস্যা হচ্ছে। পিআইওরা তথ্য দিতে চাইলেও পঞ্চায়েতের সদস্য,প্রধান এবং রাজনৈতিক দলের হুমকিতে তারা তথ্য দিতে সাহস পাচ্ছে না। ফলে তাদের জরিমানা বা শাস্তির সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে। আইনে খুব পরিষ্কার করে বলা আছে, পিআইও তার ঊর্ধ্বতন বা অধঃস্তন যে কোনও কর্মীর কাছে তথ্য চাইতে পারেন নাগরিককে দেওয়ার জন্য। এক্ষেত্রে যার কাছ